দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

62

তারিখ 11 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্য প্যানেল নিয়ে চট্টগ্রামে মতবিরোধ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২১শে জুন।– উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে মনোনয়ন দান নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপের আভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে পৌঁছেছে। কোন গ্রুপই মনোনয়নের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠেয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশনে ৩ সদস্যের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত হবে। বর্তমান উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপের গত সোমবার এক বৈঠকে তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়েছে। এ সময়ে কেউ কেউ তাকে বাদ দিয়ে

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

উপাচার্য প্যানেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্যানেল গঠনের প্রস্তাব উথাপন করেন। এর পেছনে নানা যুক্তিও দেখানো হয় এবং সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে প্যানেল দেয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্যকে প্যানেলে রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ডানপন্থী গ্রুপের একটি অংশ এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী বলে জানা গেছে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ আর আই চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক এ কে এস আহমদ এবং আরবী ও ফারসী বিভাগের ডঃ এম এ গফুর– এই ৪ জনের ভেতর থেকে প্যানেলের বাকী দু'জনকে মনোনয়ন দেয়া হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইতিপূর্বে এই গ্রুপ থেকে নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তার ব্যাপারটি প্রাথমিক আলোচনায়ওআসেনি।

শিক্ষকদের বাম শিবিরপন্থীদের মধ্যেও মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সংকেট চলছে। এই শিবিরের প্যানেল দেয়া হবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আলী ইমদাদ খানের নেতৃত্বে। বাকী দু'জনের মনোনয়ন নিয়ে তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকট আকার ধারণ করেছে। শহরে বৈঠকের পর বৈঠক করেও তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সিকান্দার খান, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ফজলী হোসেনসহ কয়েকজন শিক্ষক উপ-উাপাচার্যের নেতৃত্বাধীন প্যানেলে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায়রয়েছেন।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে, একক কোন প্যানেলের জেতার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বাম ও ডান শিবিরপন্থীদের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষের কারণে উভয় পক্ষের সমর্থক সিনেট সদস্যদের ভেতর থেকে তৃতীয় একটি গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। বাম ও ডান শিবিরপন্থী প্যানেল থেকে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থীদের পক্ষে রায় প্রদানের ব্যাপারে তাদের সমমনাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।